প্রথম আলো

07 AUG 2016

দেবে গেছে নতুন ভবন

পীরেরবাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

স্কুল কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দেওয়ার চার বছরের মাথায় দেবে গেছে পীরেরবাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন দোতলা ভবন। এক মাস ধরে ভবনটিতে পাঠদান বন্ধ আছে। যেকোনো সময় ভবনটি ধসে পড়তে পারে বলে স্কুল কর্তৃপক্ষ আশঙ্কা করছে।

জানা গেছে, পীরেরবাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মূল ভবনের পাশে একটি নতুন ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয় ২০০৯ সালে। দোতলা ভবনটির নির্মাণকাজ শেষ হয় ২০১১ সালে। ২০১২ সালের মাঝামাঝি সময়ে স্কুল কর্তৃপক্ষকে দুই কক্ষের ভবনটি বুঝিয়ে দেওয়া হয়। ভবনটি বুঝিয়ে দেওয়ার পর থেকেই এর ছাদ থেকে পানি পড়তে শুরু করে।

স্কুলের মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটির সভাপতি মা. একরামুল হক *প্রথম আলোকে* বলেন, ভবনটি যেকোনো সময়ে ধসে যেতে পারে। যে ঠিকাদার ভবনটি নির্মাণ করেছিলেন, তিনি অত্যন্ত নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করেছেন। স্কুলের পক্ষ থেকে কাজের বিল পরিশোধ করতে আপত্তি জানানো হয়েছিল, কিন্তু কর্তৃপক্ষ তা আমলে নেয়নি।

স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ছাদ থেকে পানি পড়ে প্রথমে দোতলার ফ্যানগুলো নষ্ট হয়। গত বছরের শেষ দিকে ছাদের পলেস্তারা খসে পড়তে থাকে। এবার রোজার ঈদের ছুটির পরে গত ১১ জুলাই নিচতলার মেঝের এক পাশ হঠাৎ করে দেবে বিশাল গর্ত তৈরি হয়। গর্তে পানি উঠতে থাকে। সেদিন থেকে ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণা দিয়ে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে।

গতকাল শনিবার স্কুলে গিয়ে দেখা যায়, নিচতলার মেঝের বিশাল গর্তটি বালু ফেলে আংশিক ভরাট করা হয়েছে। নিচতলার শ্রেণিকক্ষে পানি জমে আছে। সিঁড়ি ফেটে মেঝে থেকে আলাদা হয়ে পড়েছে। ভবনের দেয়ালেও ফাটল ধরেছে। সামান্য ঝাঁকুনিতেও ভবনটি কেঁপে কেঁপে উঠছে। এই দোতলা ভবনের কয়েক ফুট দূরে বিদ্যালয়ের জন্য আরেকটি নতুন ভবনের নির্মাণকাজ চলছে।

পীরেরবাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে শিক্ষার্থী আছে প্রায় দুই হাজার। ভবনটি পরিত্যক্ত থাকায় বর্তমানে স্কুলের একমাত্র ভবনে শ্রেণিকক্ষ আছে নয়টি। দেখা যায়, স্থান সংকুলান না হওয়ায় প্রতি কক্ষেই কয়েকজন শিক্ষার্থীকে দাঁড়িয়ে ক্লাস করতে হচ্ছে।

স্কুলের একাধিক শিক্ষক নাম না প্রকাশের শর্তে বলেন, ভবনের দেয়াল, মেঝে, ছাদের সিমেন্টের স্তর অনেক পাতলা। হাত দিয়ে চাপ দিতেই ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়ে। এই ভবনটি হওয়ায় শ্রেণিকক্ষের সংকট দূর হবে বলে আশা করা হয়েছিল। অথচ, ভবনটি কোনো কাজেই আসেনি; বরং জায়গা নষ্ট হয়েছে।

ভবনটির নির্মাণকাজ-বিষয়ক কোনো তথ্য স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে নেই। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুষমা আক্তার গত ২৬ জুলাই ভবনটির অবস্থা তুলে ধরে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর একটি চিঠি দেন। তাতে দেখা যায়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-২ (পিইডিপি-২)-এর আওতায় ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছিল।

সুষমা আক্তার *প্রথম আলোকে* বলেন, 'গত এপ্রিল মাসে যোগদান করার পর থেকেই দেখছি, ভবনটির দোতলায় ক্লাস নেওয়ার মতো অবস্থা ছিল না। গত মাসে হঠাৎ ভবনটির মেঝে দেবে যায়। একটু জোরে হাঁটলেও ভবন কাঁপে। যেকোনো সময় আরও বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।' সুষমা আক্তার বলেন, ভবনটির বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে, সে বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে এখনো কিছু জানানো হয়নি।

মিরপুর থানার প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জেসমিন আক্তার *প্রথম আলোকে* বলেন, 'একাধিকবার স্কুলে গিয়ে ভবনটির দুরবস্থা দেখতে পেয়েছি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে।'

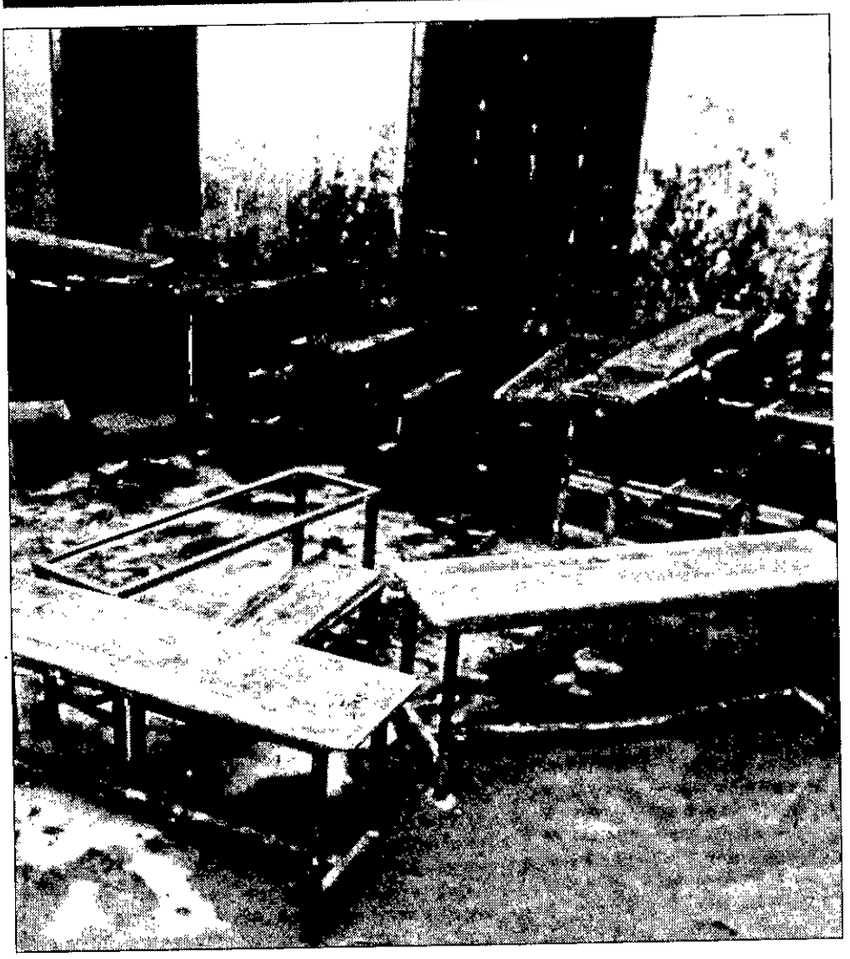

পীরেরবাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনটির মেঝে দেবে গিয়ে পানি জমেছে। নির্মাণের চার বছরের মাথায় ভবনটি পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছে। ছবিটি গতকাল দুপুরে তোলা ● প্রথম আলো